গাংনীতে শয়ন কক্ষ থেকে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামে নিজ শয়ন কক্ষ থেকে গৃহবধু শিমা খাতুন (২৫) নামের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের লোকজন।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শনিবার (২৩মে) গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি কাজি পাড়ার হযরত আলীর বাড়িতে।

নিহত শিমা খাতুন হযরত আলীর মেয়ে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে,শিমা খাতুন ও তার স্বামী জিনারুল ইসলাম দুজনেই করমদি গ্রামে শিমার বাবার বাড়িতে বসবাস করতেন।

গতকাল রাতে এক সাথে খাওয়া দাওয়া শেষে শোবার ঘরে চলে যায় তারা। হঠাৎ ভোরের দিকে শিমা খাতুন কে ঘরের আড়ার সাথে ঝুঁলন্ত অবস্থায় দেখে স্বামী জিনারুল চিৎকার করে ওঠে। চিৎকার শুনে শিমার পরিবারের লোকজন ঘরে মধ্যে ঢুকে শিমার ঝুঁলন্ত মরদেহটি উদ্ধার করে।

প্রতিবেশি মর্জিনা খাতুন বলেন,শিমা ও তার স্বামী জিনারুলের হেব্বি মিল। তবে শিমা আমাকে মাঝে মধ্যেই বলতো চাচি আমার রাতে ঘুম আসতে চাই না। তাই আমাকে মাঝে মধ্যেই ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে হয়। তাছাড়া শিমা খাতুনের আগের পক্ষের একটা মেয়ে আছে।

জিনারুলের সাথে শিমার বিয়ে হওয়ার আগেও শিমার আরো তিন জাইগাতে বিয়ে হয়েছিল।

নিহত শিমা খাতুনের মা হানুফা খাতুন বলেন, আমার মেয়ে জামাই ঘরে থাকে। আর আমি আমার নাতনিকে নিয়ে পাশের ঘরে থাকি।

শিমার ঘরের দরজা রাতে খোলাই থাকে। আজ ভোরে জিনারুলের চিৎকার শুনে ঘর থেকে বের হয়ে দেখি আমার শিমা ঘরের আড়ার সাথে ঝুলছে। পরে আমরা আড়া থেকে শিমাকে নামাই। আমার সব শেষ হয়ে গেলো।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এ এস আই মাজহারুল ইসলাম বলেন, করমদি গ্রামে শিমা খাতুন নামের এক গৃহবধুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে

পরিবারের লোকজন। সংবাদ পেয়ে থানা থেকে পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌছেছে।

গাংনীতে শয়নকক্ষ থেকে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে নিজ শয়নকক্ষ থেকে তাজমিরা খাতুন
(২০) নামের এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের তেরাইল পশ্চিমপাড়ার আবু হুরায়রার বাড়িতে। নিহত তাজমিরা খাতুন আবু হুরায়রার মেয়ে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তাজমিরা খাতুন বেশ কয়েক বছর ধরে মানসিক বিষণ্নতায় ভুগছিলেন। এ কারণে তার দাম্পত্য জীবনেও ভাঙন দেখা দেয় এবং স্বামীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে।

প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া শেষে তিনি নিজ শোবার ঘরে ঘুমাতে যান।

পরদিন সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ঘুম থেকে না ওঠায় পরিবারের সদস্যরা তাকে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু ঘরের দরজা না খোলায় স্থানীয়দের সহায়তায় দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করা হয়। এ সময় ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তাজমিরাকে দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) শ্যামা পদ বলেন, তেরাইল পশ্চিমপাড়ায় তাজমিরা খাতুন নামের এক নারী ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন এমন খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় তিন সন্তানের জননীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের সাহেবপুর গ্রামে তিন সন্তানের জননীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

কুটিলা খাতুন (৪৩) নামের এই নারীর মরদেহ তার নিজ বাড়ির পাশে অবস্থিত একটি আমবাগান থেকে উদ্ধার করা হয়।

মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) ভোরে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত কুটিলা খাতুন সাহেবপুর গ্রামের দিনমজুর হাসমত আলীর স্ত্রী।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কুটিলা খাতুন দীর্ঘদিন ধরে স্তন ক্যান্সারের অসহনীয় যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পরও তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি; বরং যন্ত্রণা আরও তীব্রতর হয়। অবশেষে তিনি তিন সন্তান রেখে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুল বারি বলেন, দীর্ঘদিনের অসুস্থতায় কুটিলা খাতুন মানসিক ও শারীরিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। অসহনীয় যন্ত্রণা বাড়লে তিনি মাঝে মাঝে আত্মহত্যার চেষ্টাও করতেন বলে জানা গেছে।

পরিবারের বরাত দিয়ে রকিবুল ইসলাম জানান, ভোরে সেহরি শেষে সবার অজান্তে তিনি বাড়ির পাশের আমবাগানে যান। ফজরের নামাজের পর তার বোনের ছেলে গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে দেখতে পায়। স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশকে খবর দেওয়া হলে আসমানখালী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) ফিরোজ ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

তিনি জানান, সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরের পাটকেলপোতার মাঠে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার পাটকেলপোতা গ্রামের মাঠ থেকে সালাম (৪৫) নামের এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি সদর উপজেলার বর্শিবাড়ীয়া গ্রামের মরহুম আবুল কালাম বিশ্বাসের বড় ছেলে।

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে পাটকেলপোতা গ্রামের খয়রামারি খাল-সংলগ্ন মরহুম রমজান আলীর ছেলে হকার জমিতে কাঁঠাল গাছের সাথে ওড়না দিয়ে এ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালবেলায় মাঠে কাজ করতে যাওয়ার পথে কাঁঠাল গাছের সাথে ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে বারাদী পুলিশ ক্যাম্পে খবর দেওয়া হয়। পরে ইনচার্জ এসআই রেজাউল করিম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করেন।
গ্রামবাসীরা জানান, সালাম প্রায় ৩/৪ মাস ধরে মানসিক রোগে ভুগছিলেন।

এ বিষয়ে এসআই রেজাউল করিম বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একটি ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আত্মহত্যার সব আলামত মরদেহে পাওয়া গেছে।